IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

জলপাইগুড়ি জেলার নামকরন ও ভূ-প্রকৃতিগত গঠন :

SOUMYADIPTA SINHA

State Aided College Teacher

University of North Bengal

উত্তরবঙ্গ এক আশ্চর্য ভূ-খন্ড প্রাচীনতায় নৃতাত্বিক বিষয়ে বহু ভাষার সংমিশ্রনে, আর্থ সামাজিক বিভিন্নতায় এ-এক আশ্চর্য ভূমিখণ্ড, বৃহৎবঙ্গের প্রথম সভ্যতার আলো জ্বলেছিল উত্তরবঙ্গে, সভ্যতার অগ্রগতির কোন বিশেষ অঞ্চলে কখনো এগোয়, কখনো পিছিয়ে যায় । এই অঞ্চলে এখন কিছুটা পেছনে (১) উত্তরবঙ্গ বলতে মূলত ৬টি | জেলাকে বোঝানো হয়ে থাকে, যথা দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, উঃ ও দঃ দিনাজপুর এবং মালদহ বর্তমানে অবশ্য উত্তরবঙ্গের জেলার সংখ্যা ৭টি জলপাইগুড়ি জেলাকে প্রশাসনিক কাজের জন্য বিভক্ত করে আলিপুরদুয়ার নামে একটি পৃথক জেলার সৃষ্টি হয়েছে, যাইহোক, উত্তরের তথাকথিত এই ৭টি জেলার মধ্যে জলপাইগুড়ি জেলার একটি ভূ-প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য রয়েছে, চির সবুজের দেশ এই জেলা, পাহাড়, নদী, বন আর দিগন্ত বিস্তৃত সমতলে এর রয়েছে বৈচিত্র্যের সমারোহ, পাহাড়, মালভূমি এখানে মিশেছে হিমালয়ের পদতলে(২) ১৭৬৫ থেকে ১৭৭৩ খ্রীঃ পর্যন্ত মেজর রেনেলের জরীপ ও পর্যবেক্ষনের থেকে বোঝা যায় যে, ২৬,° উত্তর অক্ষরেখা থেকেই মোটামুটি শাল, খয়েরের জঙ্গল শুরু হয়ে গভীর অরন্যে মিশে গেছে, এবং ঐ অরন্যের উর্দ্ধে হিমালয়, জলপাইগুড়ির অধিকাংশ ভূ-ভাগ ও ওই অক্ষবলয়ের মধ্যে (৩) সুতরাং প্রকৃতিগত দিক থেকে এই জেলা যে, এক অনন্য সৌন্দর্যের অধিকারী তা বলার অপেক্ষা রাখেনা একই সাথে প্রকৃতিগত দিক থেকে জলপাইগুড়ি জেলাকে যে সবতন্ত্র দান করেছে তা উল্লেখ করতে হয় যাই হোক ১৮৬৪-৬৫ সাল নাগাদ দ্বিতীয় ভূটান যুদ্ধের ফলে আজকের ডুয়ার্স অঞ্চল প্রথম বঙ্গদেশের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক মানচিত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল, তার পূর্বে কখনো ভূটান, কখনো কোচবিহার কখনো কামরূপ,প্রাগ্ জ্যোতিষপুর কখনো তিব্বতের অধীন ছিল ১৮৬৯ সালে জলপাইগুড়ি জেলা গঠিত হওয়ার ফলেই আজকের উত্তরবঙ্গের জন্ম হয়েছিল এবং আজকের উত্তরবঙ্গের উত্তরাংশের অনেক অংশ (দেশীয় রাজ্য কোচবিহার বাদে) বঙ্গের ব্রিটিশ প্রশাসনিক মানচিত্রের অর্ন্তভূক্ত হয়েছিল (৪) সুতরাং রাজনৈতিক কারন তো বটেই, একই সাথে প্রকৃতিক কারনেও এর সীমানা কখনো সঙ্কুচিত হয়েছে, আবার কখনও প্রসারিত হয়েছে এবং এই সীমানা বিন্যাসে একটা প্রধান ভূমিকা নিয়েছে উত্তরবঙ্গের নদ নদীগুলি এককালে কোশীনদী ছিল উত্তরবঙ্গের পশ্চিম সীমানা এখন তা অবিশ্বাস্য মনে হবে, ইংরেজ শাসনের আদিযুগে গোয়ালপাড়া ছিল রংপুর জেলার একটি মহকুমা ইংরেজশাসনের আদিযুগেও এই এলাকার নাম ছিল ‘রাজশাহী-কুচবিহার ডিভিশন (c) যাইহোক জলপাইগুড়িকে জেলা সদর গঠন করবার পরিকল্পনা ইংরেজদের ছিল, তবে অবশ্য একথা ঠিক যে, ইংরেজদের ভারতে আগমনের পর প্রাথমিক পর্বে জলপাইগুড়ি নামে কোন জনপদ গড়ে ওঠেনি বরং তার পরিবর্তে ময়নাগুড়ি নামক একটি স্থানের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা গিয়েছিল যা ছিল ভূটান রাজা কর্তৃক শাসিত, আর জলপাইগুড়ি অঞ্চলটি ছিল বর্ত্তমান রাজগঞ্জ ব্লকের সুখানীর অন্তর্গত অবশ্য সুখানি গ্রামের বর্ত্তমান কোন অস্তিত্ব না থাকলেও এর নাম শোনা যায় ইংরেজরা জলপাইগুড়িকে জেলা সদর হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহন করলে এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় (৬) যাই হোক ইংরেজরা অবশ্য জলপাইগুড়ি জেলা গঠিত হবার বহু পূর্বেই সেনা ছাউনি তৈরী করেছিল, বর্তমান শহরের দক্ষিনে বিশাল এলাকা নিয়ে ক্যান্টন মেন্ট এলাকা তৈরী করে এবং এখানে পদাতিক এবং অশ্বারোহী বাহিনী মোতায়েন করেছিল, উঃপূঃ থেকে খাজনা আদায় এবং ঐ এলাকার বানিজ্য সম্ভবনা পর্যবেক্ষন করার জন্য খুব কম জনবসতি নিয়ে এই বিশাল এলাকার পূর্বদিকে ছিল তিস্তা নদী, উত্তরে রাজবাড়ী পাড়া, দক্ষিন এবং পশ্চিমে শস্য উৎপন্ন উপযুক্ত জমি, নতুন শহর গড়ে ওঠার এটাই উপযুক্ত স্থান হিসেবে বিবেচিত হয় (৭) একই সাথে

বৈকুণ্ঠপুর পরগনায় লোক বসতি তখন ছিল প্রতি বর্গমাইলে ৩৫০ কিন্তু পশ্চিমে দুয়ারে মাত্র ৫০ থেকে ৬০ (৮) আর সবই জঙ্গল ম্যালেরিয়া ও বন্য জন্তুর আড্ডা, বিষয়টির একটু বিশ্লেষন করা দরকার, জলপাইগুড়ির জলা জঙ্গল, নদী নালার দেশ, জেলা গঠনের পূর্ব থেকে এ এলাকায় প্রসিদ্ধি কালাজ্বর, গলগন্ড ও ম্যালেরিয়ার, বার্ষিক তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি থেকে ৯০ ডিগ্রী এবং বৃষ্টিপাত ১৪০ সেমি থেকে ২০০ সেমি হওয়ায় এ এলাকায় স্যাতসেঁতে ভাব প্রায় সারা বছরই বজায় থাকে। পার্বত্য অঞ্চল বলে শৈত্যের ভাব বেশি, লোকজনও তাই সহজে বিভিন্ন রোগের শিকার হয় ম্যালেরিয়ার জীবানু তো এজেলায় সর্বত্র ছড়িয়ে থাকত এবং বর্তমানেও তা সম্পূর্নরূপে নির্মূল করা হয়নি () ফলে জনবহুল স্থানে শহরের স্থান নির্বাচন করা হয়েছিল এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন ভূটানী ব্যবসায়ীরা বৎসরের নির্দিষ্ট সময়ে পাহাড় থেকে নেমে এসে পশ্চিম ডুয়ার্সের উপর দিয়ে রংপুর পর্যন্ত সংগ্রহ করা পন্য নিয়ে যেত জল্লেশ ছিল এই ভূটানীদের পশম বিক্রয় কেন্দ্র। তিব্বতী ভাষায় জল্লেশ শব্দটির উৎস জে-লে-পে-শ্বর (JE-LE-PE-SWAR) অর্থাৎ পশম বিক্রয় কেন্দ্র (১০) এর থেকে স্বাভাবিক ভাবেই একটি প্রশ্ন উঠে আসে তবে কি ভোট তিব্বতের সাথে এ নামের কোন যোগাযোগ আছে, ভোট তিব্বতে পাই -

1)	JE-LE	PE	SWAR
	বিনিময় কেন্দ্র	উল বা কম্বল বা গরম বস্তু	পূর্বদিক

জেলেপের অর্থ দাঁড়ায় ভারতের পূর্বদিকে কম্বলাদি গরম জিনিস বিনিময় কেন্দ্র ।

2)	JE-LE-PE	GO	RI
	পূর্ববৎ	দরজা/দুয়ার	পাহাড়

অর্থাৎ পাহাড়ে যাবার কম্বলাদি গরম জিনিস বিনিময় কেন্দ্ররূপী দরজা বা দুয়ার, ভূটানের প্রবেশ পথকে দূয়ার বলা হয়, যার থেকে ইংরেজরা Duars শব্দটি চালু করেছে, অর্থাৎ কিনা উত্তরবঙ্গে আসার জন্য এই পথ দিয়েই ভূটানীদের আসতে হত বলে এই অঞ্চলের নাম ইংরেজী শব্দ 'Doors' সংস্কৃত শব্দ 'দ্বার' তারই বাংলা শব্দ দুয়ার, অর্থাৎ এই ভাবেই 'ডুয়ার্স' নাম করন হয়

যাইহোক, সিকিমের একটি স্থানের নাম জে-লে-পে-লা যা নাকি তিব্বত সীমান্তে অবস্থিত ও একদা বিনিময় কেন্দ্র ছিল এখানে 'লা' অর্থ Pass যা প্রবেশ পথ, জে-লে পে গোরির প্রায় সমর্থক এটি পাহাড়ে অবস্থিত বলে 'গোরি' বাদ যায়, লা যুক্ত হয়েছে।

রেনেল ও হুকারের বর্ননার সাথে উপরোক্ত নামই মেলে, জলপাইগাছের সাথে নয় আর আদি নাম জল্লেশ, জল্লীশ বা জল্লেশ্বর, যার থেকে পরে জলপাইগুড়ি জন্ম নেয় (১১)। জলপাইগুড়ি জেলা গেজেটিয়ারে অনুরূপ বক্তব্যের অবতারনা করা হয়েছে এখন স্বাভাবিক ভাবে একটি প্রশ্ন উঠতেই পারে এই জেলায় কারা বসবাস করত যদিও বিস্তারিত আলোচনা করার জায়গা এখানে নেই, তবুও বলতে হয় যে, আজকের গঙ্গাঁ নদীকে বাদ দিলে উত্তরবঙ্গ পরিসীমায় সবচেয়ে বিখ্যাত নদী ছিল করতোয়া, ঐতিহাসিকরা মনে করেন করতোয়ার পূর্ব নাম ছিলো কিরদিয়া। এ নদীর উচ্চগতিতে স্থাপিত ছিল কিরদিয়া নামক একটি প্রাচীন জনপদ। যেখানে কিরাতজাতির লোকেরা বসবাস করত। জলপাইগুড়ি নামটি প্রাচীন না হলেও আধুনিক জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, প্রাচীন দিনাজপুর, রংপুর অঞ্চলে এই কিরাত জনজাতির আবাস ভূমি ছিল (১২)।

অর্থাৎ হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত এই জেলার প্রাচীন জনজাতি ছিলো কিরাত গোষ্ঠীর। যাইহোক, বর্তমান ভারতের প্রায় সবকটি ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করেন এই জেলায়। তারা ব্যবহার করেন ১৪১ টিরও বেশি ভাষা, উপভাষা। জেলার জন্মলগ্ন থেকেই এসব বিচিত্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিবেশী হিসাবে একটা সামাজিক সাংস্কৃতিক আন্তঃগোষ্ঠীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। কিন্তু ধর্ম সংস্কৃতি ও ভাষাগত এত ভিন্নতা স্বত্বেও জেলা জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত জেলায় কোন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অভাব ঘটেনি (১৩)। একটি জেলায় এতগুলি সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করে বলে একে 'Mini India' নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। জলপাইগুড়ি জেলার দুটি মহকুমা সদর ও আলিপুরদুয়ার। সদর মহকুমায় ৭ টি থানা (জলপাইগুড়ি, রাজগঞ্জ, ময়নাগুড়ি,ধূপগুড়ি, নাগরাকাটা,

মাল ও মেটেলি) এবং আলিপুরদুয়ার মহকুয়ার ৬ টি থানা। আলিপুরদুয়ার, মাদারিহাট, বীরপাড়া, ফালাকাটা, কালচিনি ও কুমারগ্রাম। জলপাইগুড়ি শহর যথাক্রমে থানা, মহকুমা, জেলা বিভাগের শাসনকেন্দ্র (১৪))অর্থাৎ উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা জলপাইগুড়ি জেলার উপর অবস্থান নামকরন ও ভূ-প্রকৃতিগত বৈশিষ্ঠ্য সম্পর্কে একটা সম্যক ধারণা লাভ করতে পারছি। এই সকল থানা গুলির অর্ন্তভূক্ত ৮০১ টি মৌজা রয়েছে। যে গুলির মধ্যে ২৫ টি মৌজা জনবসতিহীন বনাঞ্চল এবং ৭৭৬ টি জনবসতি পূর্ণ গ্রামীন এলাকা। ৫ টি মৌজা শহরাঞ্চল বলে চিহ্নিত (১৫)।

তথ্যসূত্র :

□) ডঃ দিগ্বিজয় দে সরকার, নারী শিক্ষা ও ক্ষমতায়নের ক্রমোন্নয় উত্তরবঙ্গ পরিপ্রেক্ষিত অভিপ্রায় ভাষন, মুক্ত ভাবনায় উত্তরবঙ্গের নারী প্রসঙ্গ শিক্ষা থেকে ক্ষমতায়ন (বই), সম্পাদনা মঞ্জুরী বিশ্বাস ভৌমিক, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, পৃঃ ১৭-১৮

২) সুনীল চক্রবর্ত্তী, ঐতিহাসিক উপাদান ও দলিল চিত্রে জলপাইগুড়ি জেলা, পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা, জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা, পশ্চিমবঙ্গ তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, পৃঃ ১৭।

৩) অরুন ভূষন মজুমদার, বৈকুণ্ঠপুর থেকে জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা, জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা, পশ্চিমবঙ্গ ও সংস্কৃতি দপ্তর, পৃঃ ৩৬ ।

৪) আনন্দগোপাল ঘোষ, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে উত্তরবঙ্গ, 'উত্তরবঙ্গ দর্পন' (বই) ডঃ দিলীপ কুমার রায় ও প্রমোদ নাথ সম্পাদিত, এন. ই পাবলিশার্স, কলকাতা, ৩৫, পৃঃ ১৫-১৭।

৫) ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ, উত্তরবঙ্গ নামের সন্ধানে, এন. এল. পাবলিশার্স, শিলিগুড়ি পশ্চিমবঙ্গ ISBN 81-86860-41 x প্রথম প্রকাশ জলপাইগুড়ি বই মেলা, ২০০৬, মূল্য - ১৫০, পৃঃ ৫-৬

৬) সৌমেন্দ্র প্রসাদ সাহা, জলপাইগুড়ি জেলার নগরায়নের গতিপ্রকৃতি (১৮৮৫-২০১১) একটি পর্যালোচনা, কিরাতভূমি, শারদীয়া সংখ্যা ৩১ নং ১৪২২, সম্পাদক - ডঃ সুজিত ঘোষ ও অন্যান্য ISSN 2393-9214, মূল্য ৭৫, পৃঃ – ৬৩

৭) কামাখ্যা প্রসাদ চক্রবর্তী, সেকালের জলপাইগুড়ি শহরের চালচিত্র, কিরাতভূমি, জলপাইগুড়ি জেলা সংকলন, ২য় খন্ড, সম্পাদক : অরবিন্দ কর, প্রকাশক - প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, মূল্য ৩০০/- পৃঃ ১৫৯।

৮) শ্রী চারুচন্দ্র সান্যাল, জলপাইগুড়ি শহরের একশো বছর (১৮৬৯-১৯৬৯),জলপাইগুড়ি জেলা শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, ১৮৬৯-১৯৬৮, চারুচন্দ্র সান্যাল ও অন্যান্য সম্পাদিত, প্রকাশকাল ১৯৭০, সেপ্টেম্বর, পৃঃ ৮১৮২।

৯) উমেশ শর্মা, জলাপাইগুড়ির রায়বাহাদুর খানবাহাদুর গ্রন্থতীর্থ, ৬৫/৩ এ কলেজ স্ট্রীট কলকাতা – ৭৩, মূল্য- ১০০/- প্রথম প্রকাশঃ ১০.৮:৯৭, পৃঃ ১৯১ ১০) জিতেশ চন্দ্র রায় পশ্চিমে ডুয়ার্সের লোকসংস্কৃতিতে সামাজিক ইতিহাসের উপাদান, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ইতিহাস অনুসন্ধান ১৮, পৃঃ ৩২০

১□) পরিতোষ দত্ত, জলপাইগুড়ির নাম রহস্য (প্রবন্ধ), উত্তরবঙ্গের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিরার সহজপাঠ, প্রথম প্রকাশ, মার্চ ১৯৯৯, পৃঃ ৩২-৩৪ ১১) উমেশ শর্মা, জলপাইগুড়ির রায়বাহাদুর খানবাহাদুর, গ্রন্থতীর্থ, ৬৫/৩, কলেজস্ট্রীট, কলকাতা ৭৩, মূল্য: ১০০, প্রথম প্রকাশ ১০-৮-৯৭, পৃঃ ১২

১□) উমেশ শর্মা পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২

১□) বিমলেন্দু মজুমদার, জলপাইগুড়ি জেলার জনজাতি পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা,জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গ তথ্য ও সাংস্কৃতি বিভাগ ১৪০৮ প্রধান সম্পাদক তারাপদ ঘোষ, দাম ৫০, পৃঃ ২৫

১□) প্রনব কুমার চক্রবর্ত্তী, জলপাইগুড়ি জেলার ভৌগোলিক পরিচয় মধুপনী, জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা, প্রকাশ কাল ১৯৮৭, সম্পাদক অজিতেশ ভট্টাচার্য্য, পৃঃ ২২

১□) সেনসাস অফ ইন্ডিয়া, ১৯৫১, ডিসট্রিক্ট হ্যান্ডবুক, জলপাইগুড়ি, পৃঃ ৮।